Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 228021448

২০ মে, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গুনাহের ক্ষতি

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 228021448

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গুনাহের ক্ষতি ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান, আইডিঃ 228021448 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতি: মুজিবুর রহমান
আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গুনাহের ক্ষতি ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ মে, ২০২৫ ইং

ইসরাত জাহান

আইডিঃ 228021448

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা 6

গুনাহ কাকে বলে? 6

গুনাহের প্রকারভেদ 7

গুনাহে পতনের কারণসমূহ 8

১-অভ্যন্তরীণ কারণসমূহঃ- 9

২-বাহ্যিক কারণসমূহঃ- 12

৩-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ ব্যবহারেঃ- 13

৪-সময় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতায়ঃ- 15

গুনাহের ক্ষতিসমূহ 15

১. আত্মিক ও আখিরাতের ক্ষতিঃ- 15

২.দুনিয়াবি ও পার্থিব ক্ষতিঃ- 21

উপসংহার 34

ভূমিকা

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবনবিধান, যা মানবজীবনের প্রতিটি দিক নির্দেশ করে। এই জীবনবিধানে গুনাহ বা পাপকে অত্যন্ত মারাত্মক ও ক্ষতিকর হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। গুনাহ শুধু ব্যক্তির আত্মিক ও নৈতিক অবক্ষয় ডেকে আনে না, বরং এটি সমাজ ও জাতির সামগ্রিক কল্যাণের পথেও বাধা সৃষ্টি করে।
পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেন:

> "না, বরং তাদের কৃতকর্ম তাদের অন্তরে জং ধরিয়ে দিয়েছে।"
(সূরা আল-মুতাফ্ফিফিন, ৮৩:১৪)

> "তারা কি দেখে না, আমি তাদের পূর্বে বহু প্রজন্মকে ধ্বংস করেছি? যাদেরকে যমীনে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলাম যেভাবে তোমাদেরকে প্রতিষ্ঠিত করিনি। আর তাদের উপর বৃষ্টি পাঠিয়েছিলাম মুষলধারে এবং সৃষ্টি করেছিলাম নদীসমূহ যা তাদের নীচে প্রবাহিত হত। অতঃপর তাদের পাপের কারণে তাদেরকে ধ্বংস করেছি এবং তাদের পরে অন্য প্রজন্মকে সৃষ্টি করেছি।"(সূরা আনআম,৬:৬)

আরেক জায়গায় আল্লাহ বলেন:

> "যা কিছু বিপদ তোমাদের উপর আপতিত হয়, তা তোমাদের কৃতকর্মের ফল এবং তিনি অনেককেই ক্ষমা করে দেন।"
(সূরা আশ-শূরা, ৪২:৩০)

আল্লাহ আরো বলেন:

> "যদি তারা ঈমান আনত ও তাকওয়া অবলম্বন করত, তবে আমি তাদের জন্য আকাশ ও পৃথিবী থেকে বরকতের দরজা খুলে দিতাম। কিন্তু তারা মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল, ফলে আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের জন্য শাস্তি দিয়েছিলাম।"

(সূরা আল-আ'রাফ, ৭:৯৬)

> হাদিসে এসেছে আবূ হুরায়রাহ্ (রাঃ) হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, "রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ মু'মিন বান্দা যখন গুনাহ করে তার অন্তরে একটি কালো দাগ পড়ে। এরপর সে ব্যক্তি তওবা্ করল ও ক্ষমা চাইল, তার অন্তর পরিষ্কার হয়ে গেল (কালিমুক্ত হলো), আর যদি গুনাহ বেশি হয় তাহলে কালো দাগও বেশি হয়।"(হাসান : তিরমিযী ৩৩৩৪)

এই আয়াত ও হাদিস প্রমাণ করে, গুনাহ শুধু আত্মিক নয় বরং আর্থ-সামাজিক ক্ষতিরও কারণ হয়। ব্যক্তি ও সমাজ আল্লাহর বরকত থেকে বঞ্চিত হয়।
আল-কুরআন ও সহীহ হাদীসে গুনাহের ভয়াবহ পরিণতি, পার্থিব ও পারলৌকিক ক্ষতি, এবং আত্মশুদ্ধির প্রয়োজনীয়তা স্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

বর্তমান সমাজে গুনাহকে অনেক সময় হালকাভাবে দেখা হয়, ফলে ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে এর ব্যাপক নেতিবাচক প্রভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে। এই প্রেক্ষাপটে গুনাহের প্রকৃতি, তার বহুমুখী ক্ষতি এবং গুনাহ থেকে বাঁচার উপায় সম্পর্কে গবেষণা করা একান্ত প্রয়োজন। এই থিসিসে ইসলামী দৃষ্টিকোণ থেকে গুনাহের ক্ষতির দিকসমূহ বিশ্লেষণ করা হবে, যাতে ব্যক্তি ও সমাজ সচেতন হয়ে আত্মশুদ্ধির পথে অগ্রসর হতে পারে।

গুনাহ্ কাকে বলে?

গুনাহ হচ্ছে সেটাই যা আল্লাহ তাআ'লা আমাদেরকে আদেশ করেছেন কিন্তু আমরা তা পালন না করে তাঁর অবাধ্যতা করে থাকি এবং নিষেধকৃত বিষয়সমূহ গ্রহণ করে থাকি।

অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ﷺ যে সকল কথা ও কাজ কুরআন হাদিসে আমল করতে বলেছেন সেগুলোকে গ্রহণ না করা বরং যে সকল বিষয় নিষেধ করেছেন সেগুলো গ্রহণ করাই আল্লাহর অবাধ্যতা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআ'লা তার অবাধ্যকারীদের হুশিয়ার করে কুরআনে বলেছেনঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَّلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗۤ اَمْرًا اَنْ يَّكُوْنَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ ؕ وَمَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلًا مُّبِيْنًا ؕ

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যখন কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ফায়সালা দান করেন, তখন কোন মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীর নিজেদের বিষয়ে কোন এখতিয়ার বাকি থাকে না। কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্যতা করলে সে তো সুস্পষ্ট গোমরাহীতে পতিত হল।**(সূরা আহযাব-৩৬)**

وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَاۤ اَبَدًا

আর যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। তাতে তারা চিরস্থায়ী হবে।**(সূরা জ্বিন-২৩)**

গুনাহের প্রকারভেদ

গুনাহ-কে দুই ভাগে ভাগ করা হয়:

১.কাবীরা গুনাহ বা বড় গুনাহ;যেমন-শির্ক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, নিরপরাধ মানুষ হত্যা করা, বিদ্‘আত করা, মিথ্যা বলা, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, যাদু করা, সুদ খাওয়া ইত্যাদি।

২.সগীরা গুনাহ বা ছোট গুনাহ;যেমন-পরনারীর প্রতি দ্বিতীয়বার তাকানো,অনর্থক কথা বলা,রাগ নিয়ন্ত্রণ না করা ইত্যাদি।

কাবীরা গুনাহের তালিকাঃ

কাবীরা গুনাহের কোন সুনির্দিষ্ট তালিকা কুরআন ও হাদীসে একই জায়গায় ধারাবাহিকভাবে আসেনি। বিভিন্ন আয়াত ও হাদীস গবেষণা করে ‘আলিমগণ কাবীরা গুনাহের তালিকা প্রণয়ন করেছেন। তাদের মধ্যে সবচেয়ে বিখ্যাত হচ্ছেন ইমাম হাফিয শামসুদ্দীন আয্ যাহাবী (রহিমাহুল্লাহ)। তিনি তার কিতাব ‘‘আল কাবায়ির’’-এর মধ্যে অর্ধশতাধিক কাবীরা গুনাহের তালিকা দিয়েছেন।

সম্প্রতি সাউদী আরবের বিখ্যাত ‘আলিম শাইখ মুহাম্মাদ বিন ইবরাহীম বিন ‘আবদুল্লাহ আত্ তুয়াইজিরী একটি তালিকা প্রণয়ন করেছেন যা তার রচিত ইসলামী ফিকহ বিশ্বকোষ-এর ১৬ তম পর্বে ‘‘কিতাবুল কাবায়ির’’ নামে উল্লিখিত হয়েছে।সেই তালিকাটি রাজশাহীর *মাকতাবাতুস সুন্নাহ* থেকে প্রকাশিত হয়েছে।[1]

এছাড়া সহীহ বুখীরার একটি হাদিস রয়েছে বড় গুনাহ নিয়েঃ-

আবূ হুরাইরাহ্ (রাঃ) সূত্রে নবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, সাতটি ধ্বংসকারী বিষয় থেকে তোমরা বিরত থাকবে। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! সেগুলো কী? তিনি বললেন, (১) আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা (২) যাদু (৩) আল্লাহ্ তা‘আলা যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন, শরীয়ত সম্মত কারণ ব্যতিরেকে তাকে হত্যা করা (৪) সুদ খাওয়া (৫) ইয়াতীমের মাল গ্রাস করা (৬) রণক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া এবং (৭) সরল স্বভাবা সতী-সাধ্বী

মু'মিনাদের অপবাদ দেয়া। (৫৭৬৪, ৬৮৫৭) (মুসলিম ১/৩৮ হাঃ ৮৯,) (আধুনিক প্রকাশনীঃ ২৫৬৩, ইসলামিক ফাউন্ডেশনঃ ২৫৭৫)
[1:https://www.hadithbd.com/books/link/?id=9091]

গুনাহে পতনের কারণসমূহ

যেসব কারণে আমরা গুনাহে পতিত হয়ে থাকি এগুলো চারভাগে ভাগ করে বিস্তারিত বলা হলোঃ

(১)অভ্যন্তরীণ কারণ।

(২)বাহ্যিক কারণ।

(৩)অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ ব্যবহার।

(৪)সময় ব্যবস্থাপনার দূর্বলতা।

১-অভ্যন্তরীণ কারণসমূহঃ-

***প্রবৃত্তির কারণেঃ**

প্রবৃত্তির (নফসের) ও গোনাহের কাজ অন্তরকে নষ্ট করে এবং গোনাহের কাজ তা ধ্বংস ও সর্বনাশের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়। আল্লাহ তাআ'লা কোরআনে প্রবৃত্তির কামনা-বাসনার প্রভাব এবং এর অনুসরণ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সা.)-কে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেছেনঃ,

أَفَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَواهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلىٰ عِلمٍ وَخَتَمَ عَلىٰ سَمعِهِ وَقَلبِهِ وَجَعَلَ عَلىٰ بَصَرِهِ غِشاوَةً فَمَن يَهديهِ مِن بَعدِ اللَّهِ أَفَلا تَذَكَّرونَ

তবে তুমি কি তাকে লক্ষ্য করেছ, যে তার প্রবৃত্তিকে আপন ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? তার কাছে জ্ঞান আসার পর আল্লাহ তাকে পথভ্রষ্ট করেছেন এবং তিনি তার কান ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন আর তার চোখের উপর স্থাপন করেছেন আবরণ। অতএব আল্লাহর পর কে তাকে হিদায়াত করবে? তারপরও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে না?[সূরা জাসিয়াহ-২৩]

***মূর্খতা ও দ্বীন সম্পর্কে অজ্ঞতাঃ**

দ্বীন বিষয়ে যথার্থ পড়াশুনা না করা বা না জানা, ধর্মের আদেশ ও নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে জ্ঞান না থাকা, সঠিক আরবী ভাষাজ্ঞান না থাকা প্রভৃতি। এসব বিষয়ে সঠিক জ্ঞান না থাকলে অবশ্যই মানুষ বিদআত ও ভ্রষ্টতায় পড়তে বাধ্য। যেমন পথ না চিনলে অবশ্যই মানুষ ভ্রান্ত পথে বিপথগামী হতে বাধ্য হয়।

শরীয়ত মুসলিমকে জ্ঞান শিক্ষার উপর ফরযরূপে উদ্বুদ্ধ করে। অজান্তে কোন কথা আন্দাজে বলতে সাবধান করে। আল্লাহ তাআ'লা বলেনঃ,

وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولٰئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا

আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।[সূরা ইসরাঈল-৩৬]

***দীর্ঘ আশাঃ**

সুদীর্ঘ আশা-আকাঙ্ক্ষা মৃত্যু ও পরকাল থেকে গাফিল রাখে এবং আখিরাতবিমুখ করে তোলে। আল্লাহ তাআ'লা বলছেনঃ,

ذَرهُم يَأكُلوا وَيَتَمَتَّعوا وَيُلهِهِمُ الأَمَلُ فَسَوفَ يَعلَمونَ

তাদেরকে ছেড়ে দাও, আহারে ও ভোগে তারা মত্ত থাকুক এবং আশা তাদেরকে গাফেল করে রাখুক, আর অচিরেই তারা জানতে পারবে।[সূরা হিজর-৩]

***উদাসীনতা ও গাফেল থাকাঃ**

গাফেলতা হলো এমন এক মানসিক ও আত্মিক অবস্থা, যেখানে মানুষ দুনিয়ার ব্যস্ততায় আখিরাত ভুলে যায়। কুরআন-হাদীস এবং আলিমগণ একে আত্মিক ধ্বংসের কারণ হিসেবে সাব্যস্ত করেছেন।

আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলেছেনঃ,

وَلَقَد ذَرَأنا لِجَهَنَّمَ كَثيرًا مِنَ الجِنِّ وَالإِنسِ لَهُم قُلوبٌ لا يَفقَهونَ بِها وَلَهُم أَعيُنٌ لا يُبصِرونَ بِها وَلَهُم آذانٌ لا يَسمَعونَ بِها أُولئِكَ كَالأَنعامِ بَل هُم أَضَلُّ أُولئِكَ هُمُ الغافِلونَ

আর অবশ্যই আমি সৃষ্টি করেছি জাহান্নামের জন্য বহু জিন ও মানুষকে। তাদের রয়েছে অন্তর, তা দ্বারা তারা বুঝে না; তাদের রয়েছে চোখ, তা দ্বারা তারা দেখে না এবং তাদের রয়েছে কান, তা দ্বারা তারা শুনে না। তারা চতুষ্পদ জন্তুর মত; বরং তারা অধিক পথভ্রষ্ট। তারাই হচ্ছে গাফেল।[সূরা আরাফ-১৭৯]

***অন্তরের দুর্বলতা ও আল্লাহর ভয় না থাকাঃ**

আল্লাহর ভয় অন্তরে না থাকলে মানুষ গুনাহে লিপ্ত হতে ভয় পায় না এতে সহজেই তাঁরা গুনাহে জড়িয়ে যায়।

কুরআনে আল্লাহ তাআ'লা সতর্ক করে বলেছেন,

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِهِ وَلا تَموتُنَّ إِلّا وَأَنتُم مُسلِمونَ

হে মুমিনগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ ভয়। আর তোমরা মুসলমান হওয়া ছাড়া মারা যেও না।[সূরা আলে ইমরান-১০২]

أَلَم يَأنِ لِلَّذينَ آمَنوا أَن تَخشَعَ قُلوبُهُم لِذِكرِ اللَّهِ وَما نَزَلَ مِنَ الحَقِّ وَلا يَكونوا كَالَّذينَ أوتُوا الكِتابَ مِن قَبلُ فَطالَ عَلَيهِمُ الأَمَدُ فَقَسَت قُلوبُهُم وَكَثيرٌ مِنهُم فاسِقونَ

যারা ঈমান এনেছে তাদের হৃদয় কি আল্লাহর স্মরণে এবং যে সত্য নাযিল হয়েছে তার কারণে বিগলিত হওয়ার সময় হয়নি ? আর তারা যেন তাদের মত না হয়, যাদেরকে ইতঃপূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, তারপর তাদের উপর দিয়ে দীর্ঘকাল অতিক্রান্ত হল, অতঃপর তাদের অন্তরসমূহ কঠিন হয়ে গেল। আর তাদের অধিকাংশই ফাসিক।[সূরা হাদীদ-১৬]

***আত্মনিয়ন্ত্রণের অভাবঃ**

আত্মনিয়ন্ত্রণ না থাকলে ব্যক্তি তার প্রলোভন ও প্রবৃত্তির দিকে চলে যায়, যা তাকে গাফেলতার দিকে নিয়ে যায়। আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলছেন,

أَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَواهُ أَفَأَنتَ تَكونُ عَلَيهِ وَكيلًا

তুমি কি তাকে দেখনি, যে তার প্রবৃত্তিকে নিজের ইলাহরূপে গ্রহণ করেছে? তবুও কি তুমি তার যিম্মাদার হবে?[সূরা ফুরকান-৪৩]

২-বাহ্যিক কারণসমূহঃ-

***শয়তানের প্ররোচনাঃ**

শয়তান মানুষের প্রকাশ্য দুশমন। শয়তান ধোঁকা, বিলম্ব, সন্দেহ, কুপ্রবৃত্তি এবং মিথ্যা আশ্বাসের মাধ্যমে মানুষকে গোনাহের পথে চালিত করে। মানুষের কর্তব্য তার প্রধান দুশমন থেকে সবসময় সচেতন থাকা।

আল্লাহ তায়া'লা বলেছেন,

وَإِنَّهُم لَيَصُدُّونَهُم عَنِ السَّبيلِ وَيَحسَبونَ أَنَّهُم مُهتَدونَ

'নিশ্চয় শয়তানরা মানুষকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে তারা সৎপথে আছে' [সুরা জুখরুফ-৩৭]

***অসৎ সঙ্গ ও খারাপ বন্ধু-বান্ধবঃ**

যখন একজন মানুষ অসৎ ও মন্দ আখলাকের লোকের সঙ্গে থাকবে তার প্রভাব ও তার দুশ্চরিত্রের প্রভাব তার মধ্যে পরিলক্ষিত হবে। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেন, 'মানুষ তার বন্ধুর দ্বিনের ওপর (স্বভাব দ্বারা প্রভাবিত), তাকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে, কাকে সে বন্ধু বানাবে।' (তিরমিজি, হাদিস : ২৩৭৮)

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَيَومَ يَعَضُّ الظّالِمُ عَلى يَدَيهِ يَقولُ يا لَيتَنِي اتَّخَذتُ مَعَ الرَّسولِ سَبيلًا
يا وَيلَتى لَيتَني لَم أَتَّخِذ فُلانًا خَليلًا

'আর সেদিন জালিম নিজের হাত দুটো কামড়িয়ে বলবে, হায়, আমি যদি রাসুলের সাথে কোনো পথ অবলম্বন করতাম,! হায় আমার দুর্ভোগ, আমি যদি অমুককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম। অবশ্যই সে তো আমাকে উপদেশ বাণী থেকে বিভ্রান্ত করেছিল, আমার কাছে তা আসার পর। আর শয়তান তো মানুষের জন্য চরম প্রতারক।' [সুরা আল-ফুরকান:২৭-২৯]

***সামাজিক প্রভাব ও হারাম সংস্কৃতি**

***বিজ্ঞান বা মিডিয়ার অপব্যবহার (গান, সিনেমা, ইত্যাদি)**

৩-অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবাধ ব্যবহারেঃ-

*নযর বা দৃষ্টি সংরক্ষণ না করাঃ

নজর বা দৃষ্টি সংরক্ষণ না করা মানুষের অন্তরে ফিতনা সৃষ্টি করে এবং ধীরে ধীরে বড় গুনাহের দিকে নিয়ে যায়।

আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে মুমিন পুরুষ ও নারীকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন,
قُل لِلمُؤمِنينَ يَغُضّوا مِن أَبصارِهِم وَيَحفَظوا فُروجَهُم ذٰلِكَ أَزكىٰ لَهُم إِنَّ اللَّهَ خَبيرٌ بِما يَصنَعونَ

মুমিন পুরুষদেরকে বল, তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করবে। এটাই তাদের জন্য অধিক পবিত্র। নিশ্চয় তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ সম্যক অবহিত।[সূরা নুর-৩০]

وَقُل لِلمُؤمِناتِ يَغضُضنَ مِن أَبصارِهِنَّ وَيَحفَظنَ فُروجَهُن

আর মুমিন নারীদেরকে বল, যেন তারা তাদের দৃষ্টিকে সংযত রাখবে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযত করে।[সূরা নুর-৩১]

*জিহ্বার অপব্যবহার (গিবত, চুগলি, মিথ্যা):

জিহ্বা বা মুখের কথা—এটা ছোট একটি অঙ্গ হলেও এর প্রভাব অত্যন্ত বিশাল। কুরআন ও হাদীসে বারবার সতর্ক করা হয়েছে জিহ্বার অপব্যবহার থেকে, কারণ জিহ্বার ভুল ব্যবহার মানুষকে জাহান্নামে ফেলতে পারে।

আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলেন,

يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا اجتَنِبوا كَثيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعضَ الظَّنِّ إِثمٌ وَلا تَجَسَّسوا وَلا يَغتَب بَعضُكُم بَعضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُم أَن يَأكُلَ لَحمَ أَخيهِ مَيتًا فَكَرِهتُموهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوّابٌ رَحيمٌ

হে মুমিনগণ, তোমরা অধিক অনুমান থেকে দূরে থাক। নিশ্চয় কোন কোন অনুমান তো পাপ। আর তোমরা গোপন বিষয় অনুসন্ধান করো না এবং একে অপরের গীবত করো না। তোমাদের মধ্যে কি কেউ তার মৃত ভাইয়ের গোশ্ত খেতে পছন্দ

করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করে থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয় আল্লাহ অধিক তাওবা কবূলকারী, অসীম দয়ালু।[সূরা হুজরাত-১২]

إِنَّ الَّذينَ يُحِبّونَ أَن تَشيعَ الفاحِشَةُ فِي الَّذينَ آمَنوا لَهُم عَذابٌ أَليمٌ فِي الدُّنيا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعلَمُ وَأَنتُم لا تَعلَمونَ

নিশ্চয় যারা এটা পছন্দ করে যে, মুমিনদের মধ্যে অশ্লীলতা ছড়িয়ে পড়ুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখেরাতে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক আযাব। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না।[সূরা নুর-১৯]

*শরীরকে হারাম কাজে ব্যবহার করাঃ

শরীর আল্লাহর দেওয়া এক বড় আমানত, আর এই আমানতের সঠিক ব্যবহার না করে যদি কেউ তাকে হারাম কাজে ব্যয় করে, তাহলে তা হবে চরম অকৃতজ্ঞতা এবং আখিরাতে কঠিন জবাবদিহির কারণ।

আল্লাহ তাআ'লা কুরআনে বলেন,

وَلا تَقفُ ما لَيسَ لَكَ بِهِ عِلمٌ إِنَّ السَّمعَ وَالبَصَرَ وَالفُؤادَ كُلُّ أُولئِكَ كانَ عَنهُ مَسئولًا

আর যে বিষয় তোমার জানা নাই তার অনুসরণ করো না। নিশ্চয় কান, চোখ ও অন্তকরণ- এদের প্রতিটির ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে।[সূরা বনী ইসরাঈল-৩৬]

اليَومَ نَختِمُ عَلى أَفواهِهِم وَتُكَلِّمُنا أَيديهِم وَتَشهَدُ أَرجُلُهُم بِما كانوا يَكسِبونَ

আজ আমি তাদের মুখে মোহর মেরে দেব এবং তাদের হাত আমার সাথে কথা বলবে ও তাদের পা সে সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে যা তারা অর্জন করত।[সূরা ইয়াসিন-৬৫]

৪-সময় ব্যবস্থাপনার দুর্বলতায়ঃ-

***অবসর সময় বা খালি সময় অপচয়ঃ**

সময় আমাদের জীবনে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময় ফিরিয়ে আনা যায় না!কুরআন ও হাদীস বারবার সময়ের গুরুত্ব, অপচয়ের ক্ষতি ও জবাবদিহির কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

إِنَّ الإنسانَ لَفي خُسرٍ

নিশ্চয় সকল মানুষ ক্ষতিগ্রস্ততায় নিপতিত।[সূরা আসর-২]

فَإِذا فَرَغتَ فَانصَب

অতএব যখনই তুমি অবসর পাবে, তখনই কঠোর ইবাদাতে রত হও।[সূরা ইনশিরাহ-৭]

***সৎ কাজ দিয়ে সময় পূরণ না করা**

***সঠিক জীবন লক্ষ্য নির্ধারণ না থাকা**

গুনাহের ক্ষতিসমূহ

১. আত্মিক ও আখিরাতের ক্ষতিঃ-

***ইলম থেকে বঞ্চিত হওয়া:**

গুনাহগার ব্যক্তি ধর্মীয় জ্ঞান থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, ধর্মীয় জ্ঞান হচ্ছে নূর বা আলো যা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যে কারোর অন্তরে ঢেলে দেন। আর গুনাহ্ সে নূরকে নিভিয়ে দেয়।

***অন্তর অন্ধকার হয়ে যাওয়া:**

সত্যিকারার্থেই গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গারের অন্তর ধীরে ধীরে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। কারণ, আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য হচ্ছে এক ধরনের নূর। আর গুনাহ্ হচ্ছে এক ধরনের অন্ধকার। উক্ত অন্ধকার যতই বাড়বে তার অস্থিরতাও ততই বাড়বে। তখন সে বিদ'আত, শিরক, কুফর সবই করে ফেলবে অথচ সে তা একটুও টের পাবে না। কখনো কখনো উক্ত অন্ধকার তার চোখেও ছড়িয়ে পড়ে। তখন তা কালো হতে থাকে এবং তার চেহারাও।

***অন্তরে মরিচা পড়ে যাওয়া:**

গুনাহ্ করতে করতে গুনাহগারের অন্তরের উপর ভ্রষ্টাচারের সিল- মোহর পড়ে যায়। তখন সে আল্লাহ্ তা'আলার স্মরণ থেকে সম্পূর্ণরূপে গাফিল হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوْبِهِمْ مَّا كَانُوا يَكْسِبُوْن) "না, তাদের কথা সত্য নয়। বরং তাদের কৃতকর্মই তাদের মনের উপর মরিচারূপে জমে গেছে"। (মুত্বাফফিফীন: ১৪) কোন কোন ব্যাখ্যাকার বলেছেন: উক্ত মরিচা গুনাহ্'র মরিচা। কারণ, গুনাহ্ করলে অন্তরে এক ধরনের মরিচা ধরে। আর উক্ত মরিচা বাড়লেই উহাকে "রান" বলা হয়। আরো বাড়লে উহাকে "ত্বাব্" বা "খাত্ম" তথা সীল-মোহর বলা হয়। তখন অন্তর এমন হয়ে যায় যেন তা পর্দা দিয়ে বেষ্টিত।

***লজ্জা (হায়া) শেষ হয়ে যাওয়া:**

গুনাহ্ করতে করতে গুনাহগারের অন্তর থেকে লজ্জাবোধ একেবারেই নিঃশেষ হয়ে যায়। আর লজ্জাশীলতা তো কল্যাণই কল্যাণ। 'ইম্রান বিন্ 'হুস্বাইন থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন: الْحَيَاءُ كُلُّهُ خَيْر "লজ্জা বলতে সবটাই ভালো"।[১] লজ্জাবোধ চলে গেলে মানুষ যা ইচ্ছে তাই করতে পারে। আবু মাস্'উদ্ বাদ্রী থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (ﷺ) ইরশাদ করেন: إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النُّبُوَّةِ : إِذَا لَمْ تَسْتَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ "নবীদের যে কথাটি মানুষ আজো স্মরণ রেখেছে তা হচ্ছে, যখন তুমি লজ্জাই পাচ্ছো না তখন যা ইচ্ছে তাই করতে পারো"।[২]

লজ্জা হারিয়ে কখনো মানুষ এমন পর্যায়ে উপনীত হয় যে, সে একাকী কোন খারাপ কাজ করার পরও জনসম্মুখে তা জানিয়ে দেয় এবং তা করতে পেরেছে বলে সে নিজ মনে খুব আনন্দ বোধ করে। এমন পর্যায়ে কোন ব্যক্তি উপনীত হলে তখন সে ব্যক্তির সঠিক পথে ফিরে আসার আর তেমন কোন সম্ভাবনা থাকে না।

[১] (মুসলিম, হাদীস ৩৭)

[২] (বুখারী, হাদীস ৩৪৮৩)

***তাওবা ও ইসতিগফার থেকে দূরে সরে যাওয়া:**

গুনাহ্গারের অন্তর বার বার গুনাহ্'র ইচ্ছা পোষণ করতে করতে আর ভালোর ইচ্ছা পোষণ করতে পারে না। এমনকি তখন তার মধ্যে গুনাহ্ থেকে তাওবা করার ইচ্ছাও একেবারেই ক্ষীণ হয়ে যায়। বরং ধীরে ধীরে উক্ত ইচ্ছা একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে পড়ে। তখন দেখা যায়, এক জন ব্যক্তি অর্ধাঙ্গ রোগী অথচ সে এখনো আল্লাহ্ তা'আলার নিকট তাওবা করছে না। আর কখনো সে মুখে তাওবা ইস্তিগফার করলেও তা মিথ্যুকের তাওবা বলেই বিবেচিত। কারণ, তার অন্তর তখনো গুনাহলোভী। সে সুযোগ পেলেই গুনাহ্ করবে বলে আশা পোষণ করে থাকে।

***আল্লাহর আনুগত্য থেকে বঞ্চিত হওয়া:**

গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ্'র কারণে আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্য তথা নেক কাজ থেকে বঞ্চিত হয়। নেক কাজের কোন উৎসাহই তার মধ্যে জন্ম নেয় না। আর জন্ম নিলেও তাতে তার মন বসে না। যেমন: কোন রোগী কোন খানা খেয়ে দীর্ঘ সময় অসুস্থ থাকলে অনেক ধরনের ভালো খানা থেকে সে বঞ্চিত হয়।

***গুনাহ নতুন গুনাহর জন্ম দেয়:**

একটি গুনাহ্ আরেকটি গুনাহ্'র জন্ম দেয়। পরিশেষে গুনাহ্ করতে করতে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, গুনাহ্ থেকে বের হওয়া তার পক্ষে আর সম্ভব

হয় না যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রতি এ ব্যাপারে দয়া করেন। ঠিক এরই বিপরীতে একটি নেক কাজ আরেকটি নেক কাজের উৎসাহ্ জন্ম দেয়। এভাবেই নেক ও গুনাহ্ অভ্যাসে পরিণত হয়। তখন এমন হয় যে, কোন নেককার নেক কাজ করতে না পারলে সে অস্থির হয়ে পড়ে এবং কোন বক্কার নেক কাজ করতে চাইলে তার জন্য তা সহজ হয় না। উহার মধ্যে তার মন বসে না। তাতে সে মনের শান্তি অনুভব করে না যতক্ষণ না সে আবার গুনাহে ফিরে না আসে। এ কারণেই দেখা যায়, অনেকেই গুনাহ্ করছে ঠিকই। কিন্তু সে আর গুনাহে মজা পাচ্ছে না। তবে সে তা এ কারণেই করে যাচ্ছে যে, সে তা না করলে মনে খুব অস্থিরতা অনুভব করে।

***বান্দা আল্লাহর দৃষ্টিতে তুচ্ছ হয়ে যাওয়া:**

গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ্ তা'আলার দৃষ্টিতে একেবারেই গুরুত্বহীন। হাসান বস্ত্রী (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: তারা (গুনাহগাররা) আল্লাহ্ তা'আলার নিকট গুরুত্বহীন বলেই তো তাঁর অবাধ্য হতে পারলো। আল্লাহ্ তা'আলা যদি তাদেরকে গুরুত্বই দিতেন তাহলে তাদেরকে গুনাহ্ থেকে অবশ্যই রক্ষা করতেন। আল্লাহ্ তা'আলার নিকট কারোর সম্মান না থাকলে মানুষের নিকটও তার কোন সম্মান থাকে না। যদিও তারা বাহ্যিকভাবে তাকে কোন প্রয়োজনে বা তার অনিষ্ট থেকে বাঁচার জন্য সম্মান করে থাকে।

আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: (وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ) "আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অসম্মান করেন তাকে সম্মান দেয়ার আর কেউ নেই"। (হাজ্জ: ১৮)

***গুনাহকে ছোট ও মামুলি মনে করা:**

গুনাহ্ করতে করতে গুনাহকে গুনাহ্ মনে করার চেতনাটুকুও গুনাহ্গারের অন্তর থেকে সম্পূর্ণরূপে লোপ পায়। তখন গুনাহ্ করাই তার অভ্যাসে পরিণত হয়। তাকে কেউ গুনাহ্ করতে দেখলে অথবা কেউ এ ব্যাপারে তার সম্পর্কে কথা বললে সে এতটুকুও লজ্জা পায় না। বরং অন্যকে দেখিয়ে করতে পারলে সে তাতে বেশি মজা পায়। গুনাহ্ করতে পেরেছে বলে সে অন্যের কাছে গর্ব করে

এবং যে তার গুনাহ্ সম্পর্কে অবগত নয় তাকেও সে তা জানিয়ে দেয়। সাধারণত এ জাতীয় মানুষের তাওবা নসীব হয় না এবং তাকে ক্ষমাও করা হয় না।

***আল্লাহর সম্মান অন্তর থেকে চলে যাওয়া:**

গুনাহ্ করতে করতে অন্তর থেকে আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান ও মাহাত্ম্য একেবারেই উঠে যায়। কারণ, গুনাহগারের অন্তরে যদি আল্লাহ্ তা'আলার সম্মান ও মহিমা অটুট থাকতো তা হলে সে উক্ত গুনাহ্ সম্পাদন করতেই পারতো না এবং এরই পরিণতিতে আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তর থেকেও তার সম্মান উঠিয়ে নেন। আর আল্লাহ্ তা'আলা যাকে অসম্মান করবেন তাকে সম্মান দেয়ার আর কেউই নেই। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ "আল্লাহ্ তা'আলা যাকে হেয় করেন তার সম্মানদাতা আর কেউই নেই"। (হাজ্জ: ১৮)

***আল্লাহর নিকট থেকে দূরে সরে যাওয়া:**

গুনাহ্'র কারণে গুনাহ্গারের অন্তরে এক ধরনের বিক্ষিপ্ত ভাব সৃষ্টি হয়। যার দরুন আল্লাহ্ তা'আলা ও তার অন্তরের মাঝে এমন এক দূরত্ব জন্ম নেয় যার ক্ষতিপূরণ আল্লাহ্ তা'আলা না চায় তো কখনোই সম্ভব নয়।

***রাসুল সাঃ এর লানতের অন্তর্ভুক্ত হওয়া:**

গুনাহগার ব্যক্তি রাসূল (ﷺ) ও ফিরিস্তাদের দো'আ থেকে বঞ্চিত হয়। কারণ, তাদের দো'আ তো ওদেরই জন্যই যারা আল্লাহ্ তা'আলা কর্তৃক প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে এবং গুনাহ্ করলেও তাওবা করে নেয়। আল্লাহ্ তা'আলা রাসূল (ﷺ) কে আদেশ করে বলেন: فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ) "অতএব তুমি জেনে রাখো যে, আল্লাহ্ তা'আলা ছাড়া কোন মা'বুদ নেই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করো তোমার ও মু'মিন নর-নারীদের গুনাহ্'র জন্য"। (মুহাম্মাদ: ১৯)

***ফেরেশতাদের দোয়া থেকে বঞ্চিত হওয়া:**

কিছু কিছু গুনাহ্'র উপর আল্লাহ্ তা'আলা ও তদীয় রাসূল (ﷺ) এবং ফিরিস্তাদের লা'নত রয়েছে। সুতরাং এ জাতীয় গুনাহ্গারের উপর উক্ত লা'নত পতিত হবে অবশ্যই। আর যে গুনাহগুলো এগুলোর চেয়েও বড় উহার উপর তো তাঁদের লা'নত আছেই। আব্দুল্লাহ্ বিন্ মাদ ইরশাদ করেন: থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: রাসূল (لَعَنَ اللهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُؤْتَشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ الْمُغَيِّرَاتِ (ﷺ خَلْقَ الله "আল্লাহ্ তা'আলা লা'নত করেন সে মহিলাকে যে অপরের চেহারা দাগে এবং যে অপরকে দিয়ে নিজ চেহারা দাগ করায়, যার চেহারার লোম উঠানো হয় এবং যে মহিলা সৌন্দর্যের জন্য নিজ দাঁতের মাঝে ফাঁক সৃষ্টি করে; আল্লাহ্ প্রদত্ত গঠন পরিবর্তন করে"।' ১ (বুখারী, হাদীস ৪৮৮৬, ৫৯৩১, ৫৯৪৩, ৫৯৪৮ মুসলিম, হাদীস ২১২৫)

***আকল, বিবেক ও বুদ্ধি নষ্ট হয়ে যাওয়া:**

গুনাহ্ গুনাহ্গারের মেধা নষ্ট করে দেয়। কারণ, মেধার এক ধরনের আলো রয়েছে। আর গুনাহ্ উক্ত আলোকে একেবারেই নষ্ট করে দেয়। জনৈক বুযুর্গ বলেন: মানুষের মেধা নষ্ট হলেই তো সে গুনাহ্ করতে পারে। কারণ, তার মেধা সচল থাকলে সে কিভাবে এমন সত্তার অবাধ্য হতে পারে যার হাতে তার জীবন ও মরণ এবং যিনি তাকে সর্বদা দেখছেন।ফিরিস্তারাও তাকে দেখছেন। কুরআন, ঈমান, মৃত্যু ও জাহান্নাম তাকে গুনাহ্ করা থেকে নিষেধ করছে। গুনাহ্'র কারণে তার দুনিয়া ও আখিরাতের সকল কল্যাণ নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। এ সবের পরও গুনাহ্ করা কি একজন মেধাবী লোকের কাজ হতে পারে?!

২.দুনিয়াবি ও পার্থিব ক্ষতিঃ-

***আল্লাহর রিজিক থেকে বঞ্চিত হওয়া:**

গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ্'র কারণে রিযিক থেকে বঞ্চিত হয়। যার ফলে তাকে রিজিক এবং দুনিয়াতে সাফল্য লাভের ক্ষেত্রে বাধা আসতে পারে। আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

وَلَو أَنَّ أَهلَ القُرى آمَنوا وَاتَّقَوا لَفَتَحنا عَلَيهِم بَرَكاتٍ مِنَ السَّماءِ وَالأَرضِ وَلٰكِن كَذَّبوا فَأَخَذناهُم بِما كانوا يَكسِبونَ

আর যদি জনপদসমূহের অধিবাসীরা ঈমান আনত এবং তাকওয়া অবলম্বন করত তাহলে আমি অবশ্যই আসমান ও যমীন থেকে বরকতসমূহ তাদের উপর খুলে দিতাম; কিন্তু তারা অস্বীকার করল। অতঃপর তারা যা অর্জন করত তার কারণে আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম।(সূরা আরাফ-৯৬)।গুনাহের কারণে সেই রাস্তা বন্ধ হয়ে যায় এবং আল্লাহর রিজিক পেতে কষ্ট হতে পারে।

***কাজের মধ্যে বরকত শেষ হয়ে যাওয়া**

***রোগ-ব্যাধি বৃদ্ধি পাওয়া**

***শরীর দুর্বল হয়ে যাওয়া:**

ধীরে ধীরে গুনাহ্'র কারণে গুনাহগারের অন্তর ও শরীর জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়ে। অন্তরের শীর্ণতা তো একেবারেই সুস্পষ্ট। আর শরীরের জীর্ণতা তো এভাবেই যে, মু'মিনের সত্যিকার শক্তি তো অন্তরেই। যখনই তার অন্তর শক্তিশালী হবে তখন তার শরীরও শক্তিশালী হবে। আর গুনাহগার ব্যক্তি তাকে দেখতে যতই শক্তিশালী মনে হোক না কেন কাজের সময় ঈমানদারদের সম্মুখে সে অত্যন্তই দুর্বল।

*চেহারা কুৎসিত হয়ে যাওয়া

*মুমিনদের অন্তরে ঘৃণা সৃষ্টি হওয়া:

গুনাহ্'র কারণে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে নেককার লোকদের মাঝে ও গুনাহ্গারের মাঝে বিরাট এক দূরত্ব জন্ম নেয়। যার দরুন সে কখনো তাদের নিকটবর্তী হতে চায় না। বরং সর্বদা সে শয়তান প্রকৃতির লোকদের সাথেই উঠা-বসা করা পছন্দ করে। কখনো এ দূরত্ব এমন পর্যায়ে পৌঁছোয় যে, তার স্ত্রী-সন্তান, আত্মীয়-স্বজন কিছুই তার ভালো লাগে না। বরং পরিশেষে পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে দাঁড়ায় যে, ধীরে ধীরে নিজের উপরও তার এক ধরনের বিরক্তি ভাব জন্ম নেয়। যার পরিণতি কখনোই কারোর জন্য সুখকর নয়। তাই তো কোন এক বুযুর্গ বলেছিলেন: আমি যখন গুনাহ্ করি তখন এর প্রতিক্রিয়া আমার বাহন এমনকি আমার স্ত্রীর মধ্যেও দেখতে পাই।

*মানুষ ও প্রাণীদের কষ্ট হওয়া:

গুনাহ্'র কারণে শুধু গুনাহগারই ক্ষতিগ্রস্ত হয় না বরং তাতে অন্য পশু এবং অন্য মানুষও ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আবু হুরাইরাহ্ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নিশ্চয়ই পাখি তার বাসায় মরে যায় শুধুমাত্র যালিমের যুলুমের কারণেই। মুজাহিদ (রাহিমাহুল্লাহ্) বলেন: যখন এলাকায় দুর্ভিক্ষ বা অনাবৃষ্টি দেখা দেয় তখন পশুরা গুনাহগারদের প্রতি লা'নত করে এবং বলে: এটি আদম সন্তানের গুনাহ্'রই অপকারিতা।

*বয়স কমে যাওয়া ও বরকত কমে যাওয়া:

গুনাহ্ বয়স বা উহার বরকত কমিয়ে দেয় যেমনিভাবে নেক কাজ বয়স বা উহার বরকত বাড়িয়ে দেয়। সাউবান থেকে বর্ণিত তিনি বলেন: নবী (ﷺ) ইরশাদ করেন:

لَا يَرُدُّ الْقَدَرَ إِلَّا الدُّعَاءُ، وَلَا يَزِيدُ فِي الْعُمْرِ إِلَّا الْبِرُّ

"ভাগ্য (যা পরিবর্তন যোগ্য) একমাত্র দো'আই পরিবর্তন করতে পারে এবং বয়স বা উহার বরকত নেক কাজ করলেই বেড়ে যায়"।[১]'

জীবন বলতে আত্মার জীবনকেই বুঝানো হয়। আর আত্মার জীবন বলতে সে জীবনকেই বুঝানো হয় যা আল্লাহ্ তা'আলার জন্য ব্যয়িত হয়। নেক কাজ, আল্লাহভীরুতা ও তাঁরই আনুগত্য এ জীবনকে বাড়িয়ে দেয়।[১-(হা'কিম, হাদীস ১৮১৪, ৬০৩৮ আহমাদ, হাদীস ২২৪৪০, ২২৪৬৬, ২২৪৯১ আবু ইয়া'লা, হাদীস ২৮২ ইবনু মাজাহ্, হাদীস ৮৯, ৪০৯৪)]

***দুনিয়ার লাঞ্ছনা ও অপমান:**

গুনাহ্ গুনাহগার ব্যক্তির অসম্মান ও লাঞ্ছনার কারণ হয়। সম্মান তো একমাত্র আল্লাহ্ তা'আলার আনুগত্যের মধ্যেই নিহিত। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا ("কেউ সম্মান চাইলে তার জানা উচিৎ যে, সকল সম্মান আল্লাহ্'র জন্যই তথা তাঁরই আনুগত্যে নিহিত"। (ফাত্বির: ১০) 'হাসান বস্ত্রী (রাহিমাহুল্লাহ) বলেন: গুনাহগাররা যদিও উন্নত মানের ঘোড়া ও খচ্চরে সাওয়ার হয় তবুও গুনাহ্'র লাঞ্ছনা তাদের অন্তর থেকে কখনো পৃথক হয় না। আল্লাহ্ তা'আলা যে কোনভাবে গুনাহগারকে লাঞ্ছিত করবেনই।

***নে'আমত কেড়ে নেওয়া:**

গুনাহ্'র কারণে পৃথিবীর পানি, বাতাস, ফলমূল, শস্য, ঘর-বাড়ি ইত্যাদি বিনষ্ট হয়ে যায়। আল্লাহ্ তা'আলা বলেন: ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (٤١)) "মানুষের কৃতকর্মের কারণেই জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে। আর তা এ কারণেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা এরই মাধ্যমে বান্দাহকে তার কিছু কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করান যাতে তারা (সঠিক পথে) ফিরে আসে"। (রূম: ৪১)

***সামাজিক সম্পর্ক নষ্ট হওয়া**

***লেনদেন ও উঠাবসায় অসুবিধা**

***খুনখারাবি ও অপরাধ বৃদ্ধি পাওয়া**

৩.সামাজিক ও নৈতিক ক্ষতিঃ-

***গুনাহগার ব্যক্তি ও মানুষের মধ্যে সম্পর্ক না থাকা**

***খারাপ আচরণ সমাজে ছড়িয়ে পড়া**

***পূর্ববর্তী উম্মতের ধ্বংসের মিরাছ বহন করা:**

গুনাহগার ব্যক্তি গুনাহ্'র মাধ্যমে পূর্বের কোন এক অভিশপ্ত তথা ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতির যোগ্য (?) ওয়ারিশ হিসেবে গণ্য হয়। যেমন: সমকামী ব্যক্তি লুত্ব সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ। মাপে কম দেয় যে সে শু'আইব সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ। ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টিকারী ফির'আউন সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ। দাম্ভিক ও আত্মম্ভরি হূদ সম্প্রদায়ের ওয়ারিশ। সুতরাং গুনাহগার যে গুনাহ্ই করুক না কেন তার সাথে পূর্বের কোন এক জাতির সাথে সে বিষয়ে মিল রয়েছে। তবে উক্ত মিল কিন্তু প্রশংসনীয় নয়। কারণ, তারা ছিলো আল্লাহ্ তা'আলার একান্ত অবাধ্য এবং তাঁর কঠিন শত্রু।

***মানুষের দৃষ্টিতে সম্মান হারানো**

***গুনাহ সমাজে সহজ ও প্রচলিত হয়ে যাওয়া**

***মানুষকে নেক কাজ থেকে বিরত রাখা**

***গুনাহের মাধ্যমে দ্বীনি পরিবেশ ধ্বংস হওয়া**

<u>গুনাহ থেকে বাঁচার উপায়</u>

<u>গুনাহ থেকে বাঁচার ১০টি উপায়ঃ-</u>

<u>(১)নিয়ত করাঃ-</u>

গোনাহকালীন সময়ের আনন্দ ক্ষণস্থায়ী কিন্তু তার ক্ষতি ও করুণ পরিণতি দীর্ঘস্থায়ী। গোনাহের উন্মাদনা সাময়িক কিন্তু তার অনুতাপ হবে দীর্ঘ মেয়াদি। সুতরাং আজ থেকে নিয়ত করুন; গোনাহের চিন্তা আসলেও গোনাহ করবো না, গোনাহের সুযোগ পেলেও গোনাহ করবো না। বিষয়টি সম্পূর্ণ একটি মাইন্ড সেটআপ-এর বিষয়। এই মাইন্ড সেটআপ গোনাহ বর্জনের ক্ষেত্রে শক্তিশালী ভূমিকা রাখতে পারবে, ইনশাআল্লাহ। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন

ومَن هَمَّ بسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْها، كَتَبَها اللَّهُ له عِنْدَهُ حَسَنَةً كامِلَةً

আর যে ব্যক্তি কোনো গোনাহ করার সংকল্প করে; কিন্তু তা কর্মে বাস্তবায়িত করে না তাহলে আল্লাহ তাআলা তাঁর কাছে একটি পূর্ণ নেকি লিপিবদ্ধ করে দেন। (মুসলিম : ১৩১)

নিয়ত তিন ধরণের হয়ঃ-

১. নেক আমল করার নিয়ত। যেমন এই নিয়ত করা যে, প্রতি সোম বারে সুন্নাহ— রোজা রাখবো, প্রতি দিন ইশরাকের নামায আদায় করবো, তাবলীগের চিল্লায় যাবো, এত টাকা সাদকা করবো ইত্যাদি। যেহেতু এ ধরণের নিয়ত সকল মুমিন জীবনের কোনো না কোনো সময় সাধারণত করে থাকে, সুতরাং এটিকে আমরা বলতে পারি সাধারণ নিয়ত।

২. গোনাহ না করার নিয়ত। যেহেতু উত্তম আমল হল, গোনাহ ছেড়ে দেওয়া, সুতরাং এটিকে আমরা বলতে পারি উত্তম নিয়ত।

৩. গোনাহ করার সুযোগ পেলেও গোনাহ না করার নিয়ত। নি:সন্দেহে এটি সর্বোত্তম নিয়ত।

(২)আল্লাহ তাআ'লার সান্নিধ্যের মুরাকাবা করাঃ-

সব সময় সর্বাবস্থায় 'আল্লাহ আমার সঙ্গে আছেন' এই কল্পনা ধরে রাখার চেষ্টা করা। অথবা এই আয়াতের বিষয়বস্তু নিয়ে চিন্তা করা:

هُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ

'তোমরা যেখানেই থাকো না কেন; তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন।'

আমাদের সবার মনে যদি এই চেতনা সদাজাগ্রত থাকে যে, প্রতি মুহূর্তে আল্লাহ তাআলা আমাকে দেখছেন তাহলে আমাদের সকল সমস্যা দূর হয়ে যাবে। কেউ কারো ওপর জুলুম করবে না, একে অপরের হক নষ্ট করবে না। আল্লাহ তাআলার কোনো বিধান লঙ্ঘন করবে না। কেবল এই একটি জিনিসই মানুষকে অন্যায়-অপরাধ এবং পাপাচার ও সীমালঙ্ঘন থেকে বিরত রাখতে পারে। এরই নাম তাকওয়া। নবীগণের মেহনত এবং নবী প্রেরিত হওয়া ও কিতাব নাযিল হওয়ার মূল উদ্দেশ্য হল মানুষের অন্তরে তাকওয়া সৃষ্টি করা।

(৩)জিকরে-কলবী তথা মনে মনে জিকির করার অভ্যাস করাঃ-

আল্লাহ তাআ'লা বলেন,

اِنَّ الذِّيْنَ اتَّقَوْا اِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَاِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ

নিশ্চয় যারা আল্লাহ তাআলাকে ভয় করে যখন তাদেরকে শয়তানের কোনো দল ঘিরে ধরে তখন তারা আল্লাহর জিকির করে। সুতরাং তাদের অনুভূতি ফিরে আসে। (সূরা আ'রাফ : ২০১)।

আয়াতটিতে এ রহস্য উদঘাটন করা হয়েছে যে, যখনই শয়তান আক্রমন করবে, অন্তরে কুমন্ত্রণা ঢেলে দিবে তখনই জিকিরের অস্ত্র ব্যবহার করে তা প্রতিহত করবে। এজন্য রাস্তাঘাটে চলাফেরার সময় মনে মনে জিকির করার প্রতি গুরুত্ব দিন। জিকিরের আলো অন্তরে অপার্থিব প্রশান্তির জন্ম দেয়। তখন নিষিদ্ধ স্থানে চোখও তুলতে মন চায় না।

(৪)অধিকহারে ইস্তেগফার করাঃ-

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَا أَصَرَّ مَنِ اسْتَغْفَرَ وَإِنْ عَادَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

যে ব্যক্তি দিনে সত্তরবার করে একই গোনাহ করার পরও আল্লাহর কাছে গোনাহের জন্য ক্ষমা চাইবে, (ইস্তেগফার করবে) সে যেন প্রকৃতপক্ষে গুনাহ বার বার করে নি। (তিরমিযী : ৩৫৫৯)

হাসান বসরী রহ. বলেন, ইস্তেগফার করছে এমন কাউকে আল্লাহ আযাব দিবেন বলে আমি মনে করি না।
এর কারণ জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, তাকে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থাকলে কীভাবে আল্লাহ তাআলা তার মনে ইস্তেগফারের প্রেরণা দিতে পারেন? আল্লাহ তাআলা তো বলেই দিয়েছেন,

وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ

আল্লাহ এমন নন যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (সূরা আনফাল : ৩৩)

(৫)পাঁচ ওয়াক্ত নামাজে গুরুত্ব দেওয়াঃ-

নামায এমন ইবাদত, যার সুফল ও সুপ্রভাব নামাযীর জীবনের সর্বত্র অনুভূত হয়। আর এটাই বাস্তবতা। যার নামায সুন্দর, তার সবকিছু সুন্দর। তার জন্য গুনাহের পথ সংকীর্ণ এবং নেকির পথ সুগম হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ

নিশ্চয়ই নামায অশ্লীল ও মন্দকর্ম থেকে বিরত রাখে। (সূরা আনকাবুত : ৪৫) নামাযের প্রতি উদাসীনতা সৃষ্টির মাধ্যমে শয়তান মানুষের অন্তরে স্থান করে নেয়। আস্তে আস্তে অন্যদিকে তার কুমন্ত্রণার ঢালপালা ছড়ায়। এটা অনেকটা ডিম পাড়ার মতো। নামাযে অমনোযোগী করে, সে মানুষের মনে গুনাহের 'ডিম' পাড়ে। ক্রমে ক্রমে সে ডিম থেকে বাচ্চা ফোটে!

(৬)কাজের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলার অভ্যাস করাঃ-

কারণ, আল্লাহর নামে কাজ শুরুর অভ্যাস আপনাকে এ কথা ভাবতে বাধ্য করবে যে, আসলেই কি এই কাজ শুরুর পূর্বে আল্লাহর নাম নেওয়া সমীচীন!? যেমন বিসমিল্লাহ বলে কি টেলিভিশনের রিমোট হাতে নেয়া যাবে!? বিসমিল্লাহ কি সুদ নেয়া যাবে!? বিবেক কি বাঁধা দিবে না!?

ইন্টারনেট ব্যবহারের শুরুতে বিসমিল্লাহ বলা

বর্তমানের গোনাহের সবচেয়ে বড় উপকরণের নাম ইন্টারনেট। এই ইন্টারনেটের মাধ্যমে অন্যায় বা গোনাহের অনেকগুলো পথ খুলে গিয়েছে। এটি প্রয়োজনের কথা বলে আসে, তারপর শুরু হয় গোনাহের উদ্দাম চর্চা। যদি আপনার আসলেই ইন্টারনেটের প্রয়োজন পড়ে, তাহলে যখন ব্যবহার করবেন তখন বিসমিল্লাহ বলে শুরু করুন। দেখবেন, অশ্লীল কোনো কিছু সামনে চলে আসলে আপনার বিসমিল্লাহ আপনাকে রিমাইন্ডার দিবে যে, আল্লাহর নামে শুরু করে তুমি এখন কী করছো! এভাবে আপনার ঈমানী বিবেক আপনাকে গোনাহ থেকে বাঁধা দিবে।

বিশর হাফী রহ. প্রথম জীবনে ছিলেন একজন শরাবখোর, সারাদিন শরাবখানায় মাতাল হয়ে থাকতেন, আজেবাজে কাজ করতেন।

একদিন তিনি কোথাও যাচ্ছিলেন। পথিমধ্যে বিসমিল্লাহ লিখিত একটি কাগজ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখলেন। তিনি সেটি উঠিয়ে নিলেন। এ সময় তার কাছে দুই দিরহাম ছাড়া আর কিছু ছিলো না। তিনি তা দিয়ে সুগন্ধি কিনে ঐ কাগজকে সুগন্ধিময় করলেন। এর ফলশ্রুতিতে স্বপ্নে আল্লাহ তাআলার দিদার নসীব হয়। আল্লাহ তাআলা তাকে লক্ষ্য করে বললেন,

يا بشر، طيَّبتَ اسمي لأُطيِّبنَّ اسمك فِي الدنيا والآخرة.

হে বিশর! তুমি আমার নাম সুগন্ধিময় করেছ, আমি তোমার নাম দুনিয়া ও আখেরাতে সুগন্ধিময় করবো। (তাফসিরে কাবীর : ১/১৭৩)

দেখুন, বিসমিল্লাহর বরকতে একজন শরাবখোর হয়ে গেলেন আল্লাহর অলি!

(৭)সর্বদা অজু অবস্থায় থাকার চেষ্টা করাঃ-

কেননা, সবসময় অযু অবস্থায় থাকলে মন পবিত্র থাকে এবং গেনাহের চিন্তা কম আসে। তাছাড়া অযু গোনাহ থেকে ক্ষমাপ্রাপ্তির শক্তিশালী মাধ্যম। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ جَسَدِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

যে-ব্যক্তি অযু করে এবং তা উত্তমরূপে করে, তার দেহ থেকে সমস্ত গুনাহ ঝরে যায়, এমনকি নখের ভিতর থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। (মুসলিম : ২৪৫)

আলোচ্য হাদীসে যে বলা হয়েছে, উত্তমরূপে অযু করলে নখের ভিতর থেকেও গুনাহ বের হয়ে যায়। বর্তমানে হাদীসের এই অংশ বোঝা আগের তুলনায় অনেক সহজ হয়ে গিয়েছে। কেননা, এই আঙ্গুলের আগা দিয়ে টাচ মোবাইল ও

কম্পিউটারের কী-বোর্ডের মাধ্যমে প্রতিনিয়ত আমরা কত গোনাহ করি! উত্তমরূপে অযু করলে আশা করা যায়, আল্লাহ তাআলা এই গোনাহগুলোও মাফ করে দিবেন।
অযু করে ঘুমানোর বিস্ময়কর ফজিলত
নামায কিংবা তেলাওয়াতের উদ্দেশ্যে অযুর ফজিলত আপনার শুনেছেন। আজ আরেকটি ফজিলতময় অযুর সন্ধান দিচ্ছি। তাহলো, ঘুমানোর পূর্বে অযু। অযু করে ঘুমানো মানে নিশ্চিত দোয়া কবুলের সময়ের মধ্য দিয়ে রাত যাপন করা। রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, কোনো মুসলিম যদি অযু অবস্থায় ঘুমায়, এরপর রাতে কোনো সময় হঠাৎ তার ঘুম ভেঙে যায় এবং সে ওই অবস্থায় শুয়ে শুয়ে আল্লাহর কাছে তার জাগতিক বা পরলৌকিক কোনো কল্যাণ কামনা করে দোয়া করে إِلَّا آتَاهُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ إِيَّاه তাহলে আল্লাহ তাকে তার প্রার্থিত বস্তু দিবেনই। (নাসায়ি, আস সুনানুল কুবরা : ৬/২০২)

দেখুন, রাতে ওঠে তাহাজ্জুদ আদায় করা তো دَأْبُ الصَّالِحِين তথা আল্লাহর অলীদের আমল। অমারা ওই স্তরের নই। কিন্তু রাতের বেলা আচমকা ঘুম ভেঙ্গে যাওয়া কার না হয়। ঘরে ইঁদুর-বিড়ালের দৌড়াদৌড়ির কারণে, ইস্তেঞ্জা ইত্যাদির প্রয়োজনে আচমকা ঘুম ভেঙ্গে গেলে তখন যে কোনো দোয়া করে নিন। আল্লাহ তাআলা অবশ্যই কবুল করে নিবেন।

(৮)পরিবেশ পাল্টানোঃ-

মানুষের ওপর পরিবেশের প্রভাব পড়ে। যেমন এখানে কোথাও কি এটা লেখা আছে যে, ধূমপান নিষেধ? লেখা নেই। বিড়ি-সিগারেটের অভ্যাস আছে, এমন কেউ কি এখানে নেই? আছে। তবুও কেউ কি এখানে ধূমপান করে? করে না। কেন করে না? পরিবেশের কারণে করে না। অথচ অনেক জায়গায় লেখা থাকে এখানে ধূমপান করা যাবে না। কিন্তু মানুষ মানে না; বরং ওখানেই ধূমপান করে। এরও কারণ হল পরিবেশ।

অনুরূপভাবে কেউ মসজিদে গেলে তার অন্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের প্রতি ভালোবাসা বাড়ে। কবরস্থানে গেলে মৃত্যুর কথা স্মরণ হয়। হাসপাতালে গেলে অসুস্থতার কথা মনে পড়ে। আবার কোথায় আড্ডা দিতে গেলে এসব ভুলে যায়, তখন ফুর্তিতে মেতে ওঠে। সুতরাং কোনো জায়গায় গোনাহের পরিবেশ থাকলে সেই স্থান ত্যাগ করে ভালো পরিবেশে যাওয়া উচিত।

এটা নবীগণের একটি তরিকা

গোনাহের পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখা এটা নবীগণের একটি তরিকা। দেখুন, হযরত ইউসুফ আ. জুলাইখার কাছে ছিলেন। জুলাইখা তাঁকে গোনাহের প্রতি আহবান করেছিল। গোপন গোনাহের পরিবেশও তৈরি হয়েছিল। কিন্তু ইউসুফ আ. এই পরিবেশকে পছন্দ করলেন না। তিনি গোনাহের পরিবেশ যদিও তা ছিল আরাম—আয়েশের বর্জন করে জেলখানার পরিবেশ বেছে নিলেন। তবুও গোনাহের পরিবেশে থাকাটাকে তিনি পসন্দ করেন নি। বরং তিনি আল্লাহর কাছে এই দোয়া করেছিলেন,

رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ

হে আমার রব! তারা আমাকে যে কাজের দিকে আহবান করে, তার চাইতে আমি কারাগারই পছন্দ করি। (সূরা ইউসুফ : ৩৩)

সুতরাং আমরাও এটা করব। গোনাহের পরিবেশ থেকে নিজেকে দূরে রাখব।

(৯)আল্লাহওয়ালাদের সোহবত গ্রহণ করাঃ-

আল্লাহওয়ালাদের চেহারা দেখুন, তাঁদের মজলিসে বসুন, তাঁদের কথা শুনুন এবং উৎসাহ-উদ্দীপনা সঞ্চয় করুন, এতে নফস নিয়ন্ত্রণ করা এবং উপরোক্ত সকল পরামর্শ অনুযায়ী চলা আপনার জন্য সহজ হবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَكُونُواْ مَعَ الصَّادِقِينَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক। (সূরা আত তাওবা : ১১৯)

সবচেয়ে উত্তম মজলিস

আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস রাযি. থেকে বর্ণিত,

قِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَيُّ جُلَسَائِنَا خَيْرٌ؟ قَالَ: مَنْ ذَكَّرَكُمُ اللهَ رُؤْيَتُهُ، وَزَادَ فِي عِلْمِكُمْ مَنْطِقُهُ، وَذَكَّرَكُمْ بِالْآخِرَةِ عَمَلُهُ

এক ব্যক্তি প্রশ্ন করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমাদের বসার সঙ্গী বা মজলিস হিসেবে কোন্টি সবচেয়ে উত্তম? রাসুলুল্লাহ ﷺ উত্তর দিলেন, যার সাক্ষাৎ তোমাদেরকে আল্লাহর কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যার কথায় তোমাদের ইলম বেড়ে যায় এবং যার আমল তোমাদেরকে আখেরাতের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। (মুসনাদ ইবন আব্বাস রাযি. ৬৩৮)

আমি আপনাকে আশ্বস্ত করছি, নেক মজলিসের প্রভাব আপনি তখনও নিশ্চিত অনুভব করবেন, যখন রাতের অন্ধকারে স্মার্ট ফোনটা হাতে নিবেন। ব্রাউজিং করার সময় গুনাহর চিন্তা যখন আপনাকে তাড়িত করবে, তখন এই নেক সোহবতের নূর আপনি অনুভব করবেন।

(১০)সময়ের মূল্য দেওয়াঃ-

শাইখুল ইসলাম মুফতি তাকী উসমানী দা. বা. বলেন, সময়কে গুনাহর মধ্য দিয়ে কাটানোর ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কখনও অবসর সময় কাটাবে না। যখনই নির্জনে থাকবে, অবসর থাকবে তখনই নিজেকে কোনো কাজে ব্যস্ত করে নিবে। কাজটি দুনিয়ার বৈধ কাজ হলেও অসুবিধা নেই। তবুও আল্লাহর নাফরমানির ভেতর সময় নষ্ট করো না। আর যদি কাজটি হয় ভাল বই পড়া, জিকির—মোরাকাবা করা, তেলাওয়াত করা তাহলে তো সবচে’ ভাল।

তিনি বলেন, আমাদের শায়েখ ও মুর্শিদ ডা. আব্দুল হাই আরেফী রহ. বলতেন, ‘কাজের ভেতরে কাজ ঢুকিয়ে দাও। অবসর আছো তো কোনো কাজের প্রোগ্রাম করে নাও। হাতে একটি কাজ আছে তো আরেকটি কাজের প্রোগ্রাম বানিয়ে নাও।’

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

দুটো নিয়ামত এমন যে দুটোর বিষয়ে বহু লোক ধোঁকায় নিপতিত স্বাস্থ্য এবং অবসর। (তিরমিযী : ২৩০৭)

তুমি কে?

হাসান বসরী রহ. বলেন,

يا ابن آدم إنما أنت أيام كلما ذهب يوم ذهب بعضك

তুমি আসলে কতগুলো দিনের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই না। যখন একটি দিন পার হয়ে যায়, তখন তোমার একটি অংশ ক্ষয় হয়ে যায়। (ইবনু আবিদদুনয়া; কিতাবুযযুহদ : ১৮৭)

উপসংহার

গুনাহ বা পাপ এক মানবজীবনের অদৃশ্য অথচ গভীর ও সর্বগ্রাসী বিপর্যয়। এটি এমন এক ব্যাধি, যা ধীরে ধীরে মানুষের আত্মাকে বিষিয়ে তোলে, অন্তরকে অন্ধকারে নিমজ্জিত করে এবং আল্লাহর নিকট হতে দূরে সরিয়ে দেয়। গুনাহের ক্ষতি শুধু আখিরাতে সীমাবদ্ধ নয়, বরং দুনিয়ার জীবনেও এর পরিণতি ভয়াবহ ও সুদূরপ্রসারী।মানবজীবনের প্রতিটি দিকেই গুনাহ বা পাপের প্রভাব সুদূরপ্রসারী ও ধ্বংসাত্মক। ব্যক্তি, সমাজ এবং আখিরাত—তিনটি পরিসরেই গুনাহ তার ক্ষতিকর ছাপ রেখে যায়। গুনাহের ফলে অন্তর কালো হয়ে যায়, আল্লাহর রহমত থেকে মানুষ বঞ্চিত হয় এবং আত্মিক প্রশান্তি হারিয়ে যায়। পার্থিব জীবনে গুনাহ সমাজে অন্যায়, অবিচার, হিংসা ও অশান্তির জন্ম দেয়, আর পরকালে তা জাহান্নামের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

এই থিসিসে আলোচিত হয়েছে যে, গুনাহ কেবল একটি ব্যক্তিগত অপরাধ নয়, বরং এটি সামাজিক রোগও বটে।তাই ব্যক্তি, সমাজ ও জাতির কল্যাণের জন্য গুনাহ থেকে দূরে থাকা একান্ত প্রয়োজন। তওবা, ইস্তেগফার, তাকওয়া এবং সুন্নাহ মোতাবেক জীবন যাপনই হতে পারে গুনাহ থেকে মুক্তির পথ। আমাদের উচিত আত্মসমালোচনা করা, গুনাহের ভয়াবহতা উপলব্ধি করা এবং নিজেকে সংশোধনের জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া।

মহান আল্লাহর দরবারে এ দোয়া করি—তিনি যেন আমাদের গুনাহমুক্ত জীবন যাপন করার তাওফিক দান করেন, এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অটল রাখেন। এই গবেষণার মূল লক্ষ্যই ছিল মানুষকে গুনাহের পরিণতি সম্পর্কে সচেতন করা, যেন তারা সঠিক পথে ফিরে আসে এবং পরিশুদ্ধ জীবন যাপন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সফল হয়।একটি জাতির উন্নতি কেবল প্রযুক্তি বা অর্থনীতির মাধ্যমে নয়, বরং তার নৈতিক ভিত্তির উপর নির্ভরশীল। আর নৈতিকতা তখনই গড়ে ওঠে, যখন মানুষ গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে সৎ পথে জীবন পরিচালনা করে। একজন মানুষ যদি নিজের গুনাহকে ভয় করতে শেখে, আল্লাহর ভয় অন্তরে ধারণ

করে, তবে সে কখনো অন্যায় করতে পারবে না। আর এই আত্মনিয়ন্ত্রণই সমাজে ন্যায়, শান্তি ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার প্রধান শর্ত।

পরিশেষে-এই কামনাই এই গবেষণার উপসংহারে নিবেদন করছি।